ক্যান্টনমেন্টস (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ/হুকুম দখল) অধ্যাদেশ, ১৯৪৮

ভাষান্তর ঃ মোঃ ফজলুল হক
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
২০০৭

ক্যান্টনমেন্টস (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৪৮

[১][১৯৪৮ সনের অধ্যাদেশ নং ৪]

(২৮ জানুয়ারি, ১৯৪৮)

যেইহেতু এইরূপ জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে;

এখন যেইহেতু, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫, এর ধারা ৪২ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, যদ্রুপ পাকিস্তান (অস্থায়ী সংবিধান) আদেশ, ১৯৪৭ দ্বারা অভিযোজিত হইয়াছে, এবং তাহাকে ঐ বিষয়ে ক্ষমতা প্রদানকারী সকল ক্ষমতাবলে গর্ভনর-জেনারেল নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও ঘোষণা করিলেন ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোণাম এবং প্রবর্তন**।- (১) এই অধ্যাদেশ “ক্যান্টনমেন্টস (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৪৮” নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হইবে এবং প্রত্যাহার না করা বা প্রয়োগ বন্ধ না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৩) ইহা পাকিস্তানের সীমানার অধীনস্থ ক্যান্টনমেন্টসমূহে, উহাদের অন্তর্গত উপাসনার এলাকাসমূহ ব্যতীত সকল এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

২। **স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ**।- (১) যদি কেন্দ্রীয় সরকারের মত অনুসারে, এইরূপ করা আবশ্যক বা সুবিধাজনক হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার লিখিত আদেশ বলে যেই কোন স্থাবর সম্পত্তি (ধর্মীয় উপাসনার স্থান ব্যতীত) অধিগ্রহণ করিতে পারেন এবং অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আরো যেই কোন আদেশ করিতে পারেন যাহা আবশ্যক বা সুবিধাজনক হয়।

(২) যেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববর্তী উপ-ধারার অধীনে কোন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে উহা ঐ সম্পত্তি যেইরূপ সঠিক মনে করেন, সেইরূপে ব্যবহার বা ব্যবস্থাপনা করিতে পারেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যেই কোন কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কার্যবিধি সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা বা অন্য আদেশ প্রদান করার যোগ্যতা কোন আদালতের থাকিবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এর বিধানসমূহ ১৯৬২ সনের জানুয়ারি মাসের ১ম দিনের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং ঐ দিন পর্যন্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

[২][২০-ক। রাওয়ালপিন্ডি ক্যান্টনমেন্টের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, এই অধ্যাদেশের অধীনে অধিগ্রহণকৃত কোন দালানের দখল গ্রহণের হয় পূর্বে বা পরবর্তীতে, দালানের মালিককে লিখিত আদেশ দ্বারা উহা সমাপ্তকরণ বা এইরূপ সময়ে

[১] এই অধ্যাদেশ ২৮ জানুয়ারি, ১৯৪৮ হইতে বেলুচিস্তানে বলবৎ হইয়াছে, দ্রষ্টব্য পাকিস্তান গেজেট ১৯৫২, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯১-১৯২; এবং ইজারা প্রদত্ত এলাকাসমূহ (আইনসমূহ) আদেশ, ১৯৪০ (গর্ভনর জেনারেলের আদেশ নং ৩, ১৯৫০) দ্বারা বেলুচিস্তানের ইজারা প্রদত্ত এলাকাসমূহে বলবৎ হইয়াছে। ইহা বেলুচিস্তানের কেন্দ্র শাসিত এলাকাসমূহেও প্রযোজ্য হইয়াছে, দ্রষ্টব্য পাকিস্তান গেজেট, ১৯৫৩, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫২।

[২] নতুন ধারা ২-ক, ১৯৫৯ সনের ক্যান্টনমেন্টস (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ (১৯৫৯ সনের ৫৭ নং), ধারা ২ দ্বারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এইরূপ মেরামত, উন্নয়ন বা পরিবর্তন যাহা আদেশে নির্দিষ্ট করা হইবে, উহা আবশ্যক করিতে পারেন, এবং যদি মালিক ঐ আদেশ পালনে অস্বীকার করেন বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার উহা করিতে বা করাইয়া লইতে পারিবেন এবং ঐরূপ সমাপ্তকরণ বা মেরামত, উন্নয়ন এবং পরবর্তন করার ব্যয় ধারা ৪ এর অধীনে পরিশোধ যোগ্য ক্ষতিপূরণ হইতে বিকলন করা হইবে।

৩। **অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি অবমুক্তি এবং দখল হস্তান্তর ইত্যাদি।-** (১) যেই ক্ষেত্রে ধারা ২ এর অধীনে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি অধিগ্রহণ হইতে অবমুক্ত করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যেইরূপ প্রয়োজন মনে করেন, সেইরূপ কোন তদন্ত করার পর, লিখিত আদেশ দ্বারা যেই ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে জারীকৃত আদেশে নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট সম্পত্তির দখল হস্তান্তর, সরকার কর্তৃক সম্পত্তির সকল দায় হস্তান্তর বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু ইহাতে যেই ব্যক্তির নিকট দখল হস্তান্তর করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সম্পত্তিতে অন্য কোন ব্যক্তির আইন সম্মত অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না।

(৩) যেই ক্ষেত্রে যেই ব্যক্তির নিকট দখল হস্তান্তর করা হইবে, তাহাকে পাওয়া না যায় এবং তাহার পক্ষে দখল গ্রহণ করার জন্য কোন এজেন্ট বা ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিও না পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে সরকার সরকালী গেজেটে এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন যে, ঐ সম্পত্তি অধিগ্রহণ হইতে অবমুক্ত করা হইয়াছে এবং সম্পত্তির কোন দৃশ্যমান অংশে ঐ বিজ্ঞপ্তি সাঁটিয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) যখন উপ-ধারা (৩) এর অধীনে উলেণ্চখিত কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়, তখন বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট সম্পত্তি ঐরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন এবং তারিখ হইতে হুকুম দখলকৃত সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে না এবং উহা দখল পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী যেই কোন সময়ের জন্য ঐ সম্পত্তির জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনরূপ দাবীর জন্য সরকার দায়ী থাকিবেন না।

৪। **অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ।-** যেই ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে, যাহার পরিমাণ নিম্নরূপে এবং এতদ্‌পরবর্তীতে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে নির্ধারণ করা হইবে, অর্থাৎ ঃ-

(ক) যেই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়, সেই ক্ষেত্রে ঐরূপ চুক্তি মোতাবেক।

(খ) যেই ক্ষেত্রে এইরূপ চুক্তি করা সম্ভব না হয়, সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিধিসমূহের এই দফার অধীনে উহা দ্বারা প্রণীত বিধান অনুসারে যুক্তিযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবেন। এইরূপে প্রণীত [৩] বিধিতে যেই নীতি অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে এবং যেই পদ্ধতিতে উহা নির্ধারিত হইবে তাহা নির্দিষ্ট করা হইবে এবং উহা সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপিত হইবে।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উপরে বর্ণিত দফা (খ) এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ চূড়ান্ত হইবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে কোন আইনী আদালতে কোন মামলা বা আপীল দায়ের করা যাইবে না।

[৩] বিধির জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠা ৩ এবং ৪ দ্রষ্টব্য।

৫। **স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ**।- (১) কেন্দ্রীয় সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, আদেশ বলে যেই কোন ব্যক্তিকে, আদেশে নির্ধারিত যেই কোন কর্তৃপক্ষের নিকট সম্পত্তির দখল সম্পর্কিত যেই কোন তথ্য প্রদান আবশ্যক করিতে পারেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হন বা কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন বা যাহা তিনি হয় জানেন বা যাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করার কারণ আছে বা তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা হইলে তিনি ছয় মাস মেয়াদের জেল দ্বারা বা পাঁচশত টাকা জরিমানা বা উভয় দ্বারা শাস্ড়ি যোগ্য হইবেন।

[৪][৫-ক। কেন্দ্রীয় সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণে বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন।]

৬। **আদেশ পালনে বাধ্য করার ক্ষমতা**।- কেন্দ্রীয় সরকার এই অধ্যাদেশের অধীনে জারীকৃত কোন আদেশ পালন বাধ্যতামূলক করার জন্য উহার মতে যৌক্তিকভাবে প্রয়োজনীয় যেই কোন পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ বা গ্রহণ করানো বা যেই কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

৭। **কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পন**।- কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে [৫]বিজ্ঞপিত আদেশ দ্বারা এইরূপ নির্দেশ করিতে পারেন যে, এই অধ্যাদেশ দ্বারা উহার উপর অর্পিত যেই কোন ক্ষমতা বা প্রদত্ত যেই কোন দায়িত্ব নির্দেশে বর্ণিত যেই কোন কর্মকর্তা দ্বারা নির্ধারিত রূপে প্রয়োগ বা কার্যকর করা হইবে।

৮। **মামলা বা আইনগত কার্যবিধি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা**।- (১) এই অধ্যাদেশ বা উহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি বা জারীকৃত কোন আদেশ অনুসরণে সরল বিশ্বাসেকৃত বা করার জন্য বা করার জন্য অভিপ্রেত কোন কিছু বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা, অভিযোগ বা অন্য কোন প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশ বা উহার অনুসরণে জারীকৃত কোন আদেশের বলে সরল বিশ্বাসে কৃত বা অভিপ্রেত কোন কিছুর জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কোন ক্ষতিপূরণের মামলা বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য বিধিমালা।

নং- ৬৭১/৪৯, তারিখ ১২ আগস্ট, ১৯৪৯।- ক্যান্টনমেন্টস (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৪৮ (১৯৪৮ সনের ৪ নং) এর ধারা ৪ এর দফা (খ) এর অনুসরণে কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নরূপ বিধি প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ-

১। এই বিধিমালার অধীনে নির্ধারণ যোগ্য ক্ষতিপূরণ ভাড়া হিসাবে প্রদেয় হইবে।

[৪] নতুন ধারা ৫-ক, ক্যান্টনমেন্টস (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ) (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (১৯৫৯ সনের ৫৭ নং) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবিশষ্ট।

[৫] বিজ্ঞপ্তির জন্য পাকিস্তান গেজেট, ১৯৪৮, অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ৩১৫ দ্রষ্টব্য।

২। (*i*) ক্ষতিপূরণ, সম্ভব হইলে, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এবং স্থাবর সম্পত্তির মালিকের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

(*iii*) যেই ক্ষেত্রে একটি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে এইরূপ কোন সম্মত চুক্তি হইবে না, সেই ক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ (১৯২৪ সনের ২ নং) এর ধারা ৬৬ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যেই মূল্যায়ন তালিকা প্রণয়ন করে, উহাতে বাড়ীটির নির্ধারিত বাৎসরিক মূল্য অনুসারে স্থিরকৃত ভাড়াই উহার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ভিত্তি হইবে।

৩। বাড়ীটির মালিক উহাকে বাসযোগ্য রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মেরামতের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তিনি উহাতে ব্যর্থ হইলে, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার ঐ মেরামত করাইয়া লইবেন এবং উহার ব্যয় ভাড়া হইতে কর্তন করিবেন, শর্ত থাকে যে, এইরূপ কর্তিত অর্থের পরিমাণ কোন এক বৎসরের তিন মাসের ভাড়ার অধিক পরিমাণ হইবে না, যাহা এই বিধিমালার অধীনে নির্ধারিত হইয়াছে।

৪। এই বিধিমালার অধীনে "বাড়ী" শব্দটির অর্থ একটি দালান বা উহার অংশ বিশেষ যাহা পূর্ণ বা আংশিকভাবে বসবাসের জন্য ভাড়া প্রদান করা হইয়াছে এবং ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ-

(*i*) যেই কোন বাগান, মাঠ এবং বহিঃবাড়ী যাহা এইরূপ দালান বা দালানের অংশের সংগে সংযুক্ত; এবং

(*ii*) বাড়ীর মালিক কর্তৃক এইরূপ দালান বা উহার অংশের জন্য সরবরাহকৃত যেই কোন আসবাবপত্র।

ক্যান্টনমেন্টস (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৪৮

(বালুচিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

নং- ডি ৫৫৭৫-বি/৫২, তারিখ ৯ অক্টোবর, ১৯৫২ (গেজেট, ১৭ অক্টোবর, ১৯৫২)। ভারত সকার আইন, ১৯৩৫ (২৬ জিইও ৫, অধ্যায় ২) এর ধারা ৯৫ এর উপ-ধারা (২) এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে গর্ভনর-জেনারেল এইরূপ নির্দেশ প্রদান করিলেন যে, ক্যান্টনমেন্ট (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৪৮ (১৯৪৮ এর ৪ নং) নিম্নরূপ সংশোধনীসহ বেলুচিস্তানে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ-

ধারা ১ এর উপ-ধারা ২ এর স্থলে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ-

(২) ইহা বেলুচিস্তানে ২৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।